রোদের পরে
মেঘ কেঁদেছে
ইচ্ছে তোমায় ছুটি
Real Demon (Ric)
original photo from net

উৎসর্গঃ

হুমায়ুন আহমেদ স্যার। মানুষের চরিত্র, আবেগ, অনুভুতি খুব নিপুন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে তার জুড়ি নেই। তার গল্প উপন্যাসের শেষটায় শেষ নেই। স্যারের সুস্থতা কামনা করি।

©realsrv@yahoo.com

হাফিজুর রহমান রিক (রিয়েল ডেমোন)

©realsrv@yahoo.com

প্যারিস, ফ্রান্স

০৭/১০/২০১১ ইং

ভার্সিটিতে একটি গুজব ছড়িয়েছে। গুজব শব্দটি শুনলে কেমন যেন সিক্রেট কিছু মনে হয়। গুজব শব্দের আভিধানিক ইংরেজি হচ্ছে রিউমার। রিউমার শব্দটার সাথে টিউমার শব্দটার দারুন মিল। টিউমার শরীরের কোন অংশে ছোট আকারে শুরু হয়ে যেমন ধীরে ধীরে বড় এবং শেষে ক্যান্সারে রূপ নেয়, তেমনি রিউমার একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে শেষে ভয়াবহ রূপ নেয়। তবে টিউমার যথেষ্ট সময় নিলেও রিউমার ভীষণ অধৈর্য, অল্প সময়ে ব্যাপক ছড়িয়ে যায়। এই যেমন ধরা যায় প্রধান মন্ত্রীর পি এস সাহেব ফার্মেসীতে যেয়ে বলবেন যে প্রধান মন্ত্রীর কষা, ডোজ লাগবে। দেখা যাবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পরেছে প্রধান মন্ত্রীর এই ঘটনা। কোন কোন পত্রিকা বড় করে শিরোনাম লিখে ফেলবে,"মৃত্যু পথযাত্রী প্রধানমন্ত্রী....." টেলিভিশনের রিপোর্টার একটি জরিপ দেখিয়ে বলে দেবেন তামাম দুনিয়ার কয়জন প্রধানমন্ত্রী বাথরুম কষা হওয়ার কারনে মারা গেছেন। শহরের অলি গলি রাজপথে এই বাথরুম কষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু হয়ে যাবে। বিরোধী দলের প্রধান বিশ্বস্ত সুত্রে থানায় খবর নিবেন যে এই কষা হওয়ার জন্য দায়ী করে তাদের নামে থানায় মামলা এসেছে কি না। দেশের বিজ্ঞানী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা গবেষণা শুরু করবেন এই কষা প্রাকৃতিক নাকি কৃত্তিম, এমন কি তারা মলমুত্রের স্যাম্পল চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর দরখাস্ত করে বসবেন। হুমায়ুন স্যার এই টপিক পেয়ে একটি বই লিখে ফেলতে পারেন যার নাম হবে,"প্রধানমন্ত্রীর কষা এবং মিসির আলির পায়জামা" যদিও পাঠক এই ঘটনায় মিসির আলির মত রহস্য সমাধানদাতার ভূমিকা কি তা লেখায় বুঝতে পারবেন না। জাফর স্যারও আমাদের হতাশ করবেন না নিশ্চয়ই , এই নিয়ে সায়েন্টেফিক কিছু অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি।

©realsrv@yahoo.com

অনেক হয়েছে, এবার আসল ঘটনায় যাই। ভার্সিটিতে গুজব ছড়িয়েছে যে আমি নাকি ক্লাসের জ্বালাময়ী সুন্দরী নাহ জ্বালাময়ী শব্দটা অশ্লীল শোনায়, আমি নাকি ক্লাসের সবথেকে রূপবতী এবং বড়লোক বাপের কন্যা নীনার সাথে প্রেম করছি। কেউ কেউ নাকি এর প্রমান দিতে পারবে বলে দাবী করছে। ক্লাসের সফিক হারামজাদা দাবী করছে আমাকে আর নীনাকে নাকি সে লিটনের ফ্ল্যাটেও যেতে দেখেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত এবং বিচার না হলে আমার একহাত দেখে নেবে বলে নাকি নীনার মজনুরা হুমকিও দিচ্ছে। কিন্তু এতকিছু ঘটে গেছে সেটা আমি নিজেও জানি না। চারদিন ক্লাসে আসিনি , আজ এসে নিজের গার্লফ্রেন্ড মিমির কাছে এসব শুনছি। মিমির প্রেমিকের নামে এত কিছু ছড়াচ্ছে আর এই মেয়ে এসব আমাকে বলছে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে আমার উপরে। পৃথিবীর রহস্যময় চরিত্রগুলোর মধ্যে মিমি একটি। সে

নীনার মতই অত্যাধিক সুন্দরী হলেও আমার কাছে একটু বেশী। নীনার থেকে কোন অংশেই কম নয় মিমি। বিয়ের সময় মেয়ে দেখতে গেলে বলে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না, একদিক থেকে না একদিক থেকে ঘাটতি থাকে। কিন্তু মিমির বেলায় পাঁচটি আঙ্গুল সমান, সে দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি তাদের অবস্থা অন্যসব দিকও দারুন। মিমি আমার দুই ইয়ারের জুনিয়র। মিমির সাথে প্রথম পরিচয়ের পর্বটা বলি ,

একদিন মিমির গাড়ির চাকা দেবে গেছে। আমি মধ্যবিত্ত বাবার ছেলে, তাই রিকশাই সম্বল। রিকশা নিয়ে বাড়ি যাব তখনি রাস্তায় একটি মেয়ে ডেকে উঠলো,"এই যে ভাইয়া শুনুন প্লিজ, একটু হেল্প লাগবে" সুন্দরী মেয়েদের মুখে ভাইয়া ডাক শুনলে গা জ্বলে তবুও রিকশা চালককে থামাতে বললাম। নেমে মিমির সামনে দাড়ালাম। মিমি বললো,"আমার গাড়ির চাকা দেবে গেছে, আমি কি রিকশাটা নিয়ে যেতে পারি?" এই বেলায় এই এলাকাতে রিকশা তো দূরে থাক ঠেলাগাড়িও পাওয়া যাবে না। তাই মিমিকে বললাম ,"আমি কি সাথে আসতে পারি? এখন রিকশা পাওয়া যাবে না, তাছারা আমার একটু তাড়া আছে।" মিমি রিকশায় উঠে বললো,"স্যরি ভাইয়া, আমি পুরুষের ঘামের গন্ধ সহ্য করতে পারি না, আপনার গা থেকে গন্ধ আসছে। এই রিকশা তুমি যাও।" রিকশা চলে গেলো আর আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রথম কেউ বললো আমার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে, অপমান করলো নাকি? কোন মেয়ের এতখানি স্পর্ধা নেই আমাকে এসব বলবে। কিন্তু এই মেয়ে অবলীলায় বলে চলে গেলো? গা থেকে তো ফরাসি সৌরভের ঘ্রান আসছে, ডেনিমের একটা সুগন্ধি পাঠিয়েছে এক বন্ধু।

©realsiv@yahoo.com

পরদিন ক্লাসের শেষে ছাতিম গাছের নীচে বসে ভাবছিলাম পড়াশোনা শেষে বাবার ছোট ব্যাবসায় হাত দেব নাকি চাকরি বাকরি সন্ধান করবো। এমন সময়ে মিমি সামনে এসে বললো,"হা করে বসে আছেন কেন? ক্ষুধা লেগেছে?" বলেই খিল খিল করে হেসে ফেললো। এত হাসির কি আছে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এ ই মেয়ের হাসি সুন্দর। হাসলে দুই গালে টোল পড়ে। যেসব মেয়েদের গালে টোল পড়ে তারা মানুষকে দেখিয়ে হাসে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি প্রাকটিস করে কারন তারা জানে হাসলে তাদের সুন্দর দেখায়। "কি কাল আপনাকে চমকে দিয়েছিলাম না? আসলে আপনার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসেনি, আপনাকে বোকা বানানোর জন্যে এসব করেছি।" বলেই আবার হাসতে লাগলো। মেয়েটি খুব চঞ্চল তাছারা হাসির রোগ আছে। দেখতেও সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার বুকে ব্যাথা করে, এই মেয়েকে দেখে বুকে ব্যাথা করছে, সুতরাং সে সুন্দরী। যাইহোক, এভাবেই আমাদের প্রেমের শুরু।

আমি মিমিকে বললাম,"আচ্ছা ভার্সিটিতে সবাই এসব বলাবলি করছে, তোমার কি একটুও জ্বলে না?"

“কেন? তোমার কি সত্যি সত্যি জ্বালাময়ী রূপবতী নীনা আপুর সাথে প্রেম হয়েছে নাকি?” আবারো হাসতে শুরু করলো ও, হাসতে হাসতে হেচকি তোলার উপক্রম।

“শোন মিমি, তুমি ভালো করেই জান আমি খুব সহজে রাগী না, আর তুমি আমাকে রাগানোর জন্য এসব বলছো তাও আমি জানি। শোন, ঐ নীনার নাম শুনলে আমার গ্রান্ডমাদার টাইপ মনে হয়। নীনা উল্টালে হয় নানী। ভীষণ হাস্যকর, তুমি কি করে ভাবলে ঐ গ্রান্ডমাদারের সাথে আমি প্রেম করবো?”

“মিমি নামটাও একটু চেঞ্জ করে দিলে মামী হয়ে যায়। কিছুদিন পরে তো তুমি আমাকে আন্টি টাইপ বলতে শুরু করবে।“ বলেই আবারো বাচ্চাদের মত হাসতে শুরু করলো মিমি। মাঝে মাঝে মনে হয় এই মেয়ে মরা বাড়িতে গেলে হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যায়, আর মুর্দা খাটিয়া থেকে উঠে কাফনের কাপড় ফাক করে বলে,”এই মেয়ে হাসছো কেন? দেখছো না আমি মারা গেছি। কাঁদো বেয়াদব মেয়ে”

উঠে ক্লাসের দিকে রওনা দিলাম। নীনার সাথে কথা বলা দরকার। এই মেয়ে যে ইচ্ছে করে এমন করেছে সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। বছর খানেক আগে ক্লাস ভর্তি স্টুডেন্ট এর সামনে একদিন প্রোপজ করে ফেললো। আমি কিছু না বলে বেড়িয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। সেই থেকেই এই মেয়ে অদ্ভু ত সব কান্ড করে বেড়াচ্ছে। একবার আমাদের বাড়িতে যেয়ে আম্মার কাছে বললো,”আন্টি আপনার ছেলে আমাকে বিয়ে করে ফেলছে।“ আম্মা মাথা ঘুরে পরে গেলো। এই মেয়ে নিজেই আম্মার মাথায় পানি ঢেলে ঠিক করে আসার সময় আম্মাকে বলে এসেছে,”আন্টি দুষ্টামি করলাম, দেখলাম আপনার মেন্টাল স্ট্রেন্থ কতখানি।“ সেদিন থেকে আম্মা বলে দিয়েছেন,”তুই আমার সন্তান হয়ে থাকলে ঐ ডাইনীর ধারে কাছেও যাবি না”

@realsiv@yahoo.com

ক্যাফেটেরিয়ায় দেখা হয়ে গেলো ডাইনী নীনার সাথে। দেশের কসমেটিকস ব্যাবসার প্রসারের পেছনে ডাইনী নীনার বড় রকমের অবদান আছে। পড়ালেখা শেষ করে যদি একটা কসমেটিকস এর দোকান খুলে বসি আর নীনার মত যদি দুই থেকে তিনটা “বান্ধা কাস্টমার” থাকে তাহলে দিব্যি সংসার খরচ উঠে যাবে। ডাইনী নীনা আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড। তাই ওর সকল অত্যাচার চোখ, মুখ, নাক, কান সব বুজে সহ্য করতে হয়। একটা কফি সামনে নিয়ে সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাইনী নীনা। সাম নে যেয়ে বিরক্তি নিয়ে বললাম,”কিরে ডাইনী, কাহিনী কি?”

“তোকে না বলছি আমাকে ডাইনী বলবি না”

“কিছু করার নাই, মায়ের আদেশ”

“আন্টি আমাকে এই নামে ডাকতে বলছে?”

“আরে নাহ, আম্মা বলছে ডাইনী নীনার আশেপাশেও যাবি না”

“তাহলে তুই আসছিস কেন? যা মায়ের আচল ধইরা বইসা থাক গাধার বাচ্চা।“

গাধার বাচ্চা হচ্ছে নীনার ট্রেডিশনাল গালি। ফোন ধরার পরে ওপাশ থেকে কেউ যদি বলে “গাধার বাচ্চা” তাহলে বুঝে নিতে হবে নীনা আর যদি বলে “জানু” তাহলে বুঝে নিতে হবে মিমি আর কেউ যদি বলে “হারামির বাচ্চা” কিংবা “ইবলিসের বাচ্চা” তাহলে নির্ঘাত আম্মা আর যদি বলে “মাই লিটল ইয়াংম্যান” তাহলে তিনি আমার পরম পিতা মহীশুর। তাকে আমি আদি রাজাদের নামে মহীশুর উপাধি দিয়েছি। আমার সব থেকে ভালো বন্ধু এই “হারামি” অথবা “ইবলিস” আব্বু। সব ফ্যামিলিতে কর্তা থাকে বাবা আর আমাদের ফ্যামিলিতে আম্মা, আম্মার আচরন এমন যে আব্বু তার বড় ছেলে আর আমি ছোট, আম্মাজান রাজনীতিতে গেলে ভালো নাম করতেন, রাজপথে ভালো ফাইট করতে পারতেন। আর আমার বাবা হচ্ছেন সংসারের টাকা কামানোর মেশিন। মেশিনের পকেট থেকে টাকা বের হচ্ছে আর মেশিন চুপচাপ দেখে যাচ্ছে।

©realsrv@yahoo.com

নীনার দিকে তাকিয়ে বললাম,”তোর সাথে জরুরী কথা আছে”

“এখন বলবি?”

“হুম এক্ষুনি”

“আমি এখন তোর জরুরী কথা শুনতে পারবো না, আগে কফি শেষ হোক”

আমি কফি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। নিনা কচ্ছপের মত ধীরে ধীরে কফি খাচ্ছে, দেখে ইচ্ছে করছে ওর মাথায় গরম কফি ঢেলে দিতে। ঠিক পনের মিনিট পরে নীনা কফি শেষ করে বললো, “ কি বলতে চাস বলে ফেল, তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার মাথায় গরম কফি ঢালার ইচ্ছে করছে তোর”

“তুই বুঝলি কিভাবে?”

“আমি তোমার মাইন্ড রিড করতে পারি জানু”

“জানু? খবরদার তুই আমাকে জানু ডাকবি না, এইটা শুধু মিমির জন্যে”

“আচ্ছা সমস্যা নাই, মন, পরান, পাখি এগুলা ডাকবো, জানু আজকাল ক্ষেত টাইপ হয়ে গেছে। তুই যেন কি বলবি বলেছিলি? তারাতারি বল, আজ খাটাশের ক্লাস আছে”

“খাটাশ আবার কে?”

“রহমত আলী স্যার। তার নতুন নাম দেয়া হয়েছে খাটাশ, এখনো এফিডেবিট করে নামটা রাখা হয়নি, তবে এই নামটা ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। খাটাশ কি খায় জানিস?”

“না, জানার ইচ্ছেও নেই, এখন বল তুই এসব কি শুরু করেছিস”

“তেমন কিছু না, ইন্ডিয়া থেকে আমার এক খালু মুলতানি মাটি নিয়ে আসছে, এগুলা মেখে রাতে ভূত হয়ে বসে থাকি দুই ঘণ্টা, তারপরে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলি”

“তুই আমাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছিস? আমি বলছি তুই এসব কি কথা ছড়াইছিস? আমি নাকি তোরে নিয়া লিটনের ফ্ল্যাট না সবুজের ফ্ল্যাটে গিয়েছি? সফিক নাকি আবার প্রমান দিতে পারবে, এগুলা কি?”

“তুই বেক্কেলের মত কথা বলছিস কেন? একটি অবলা মেয়ে কি পারে তার সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে?”

“আমি ভালো করেই জানি তুই এসব করছিস। আমার সাথে মিমির রি লেশন জেনেও তুই এসব করছিস কেন? তুই কি আমার ভালো চাস না? এরপরে এমন করলে তোর সাথে বন্ধুত্বের রিলেশনও থাকবে না, তুই ভালো কোন সাইকিয়াট্রিস্ট’র সাথে যোগাযোগ কর।”

“আমার কান্না পাচ্ছে, আমি কি কাঁদবো?”

“তোর যা ইচ্ছে তা কর, আমাকে আর বিরক্ত করিস না, তোর ঠ্যাং দুইটা দে ধরে মাফ চাই”

©realsrv@yahoo.com

নীনা সত্যি পা এগিয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছে। এই পাগলের সামনে বেশিক্ষন থাকলে ক্যাফেটেরিয়ার সবাই দেখবে একটি স্মার্ট যুবক ছেলে একটি ডাইনীর পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তাই বেড়িয়ে পড়লাম। খাটাশ, স্যরি রহমত আলী স্যারের ক্লাস করতে ইচ্ছে করছে না আজ। ইমনের কাছে যেতে হবে। ইমন আমার ছোট ফুপ্পির একমাত্র ছেলে। লাইফের ষোল নাম্বার ছ্যাকা খেয়ে দুই দিন থেকে দরজা আটকে ঘরে বসে আছে। গুলশানারা ফুপ্পি ইমিডিয়েট ফোন করেছে কারন ও আমার কথা ছারা কারো কথা শুনে না। আমার ছোট ফুপা সোলাইমান শেখ খচ্চর টাইপের লোক। দুইটা দুই নাম্বারি ব্যাবসা চালায়। সোসাইটিতে দেখায় সে খুব দানশীল ভদ্রলোক। প্রথম জীবনে চর্মকার ছিলেন। চর্মকার বলে বাংলা কোন শব্দ আছে কি না জানি না, তবে যারা কর্ম করে তাদের কর্মকার বলে। তিনি প্রথমে চামড়ার দালালি করতেন, তাই তাকে

চর্মকার উপাধি দেয়া যায়। যাইহোক, খচ্ছরের বাচ্চাটা নির্ঘাত দরজা আটকে গাঁজা টানতেছে। আমি না যাওয়ার আগে ঠিক হবে না।

©realsrv@yahoo.com

ফুপ্পির বাসায় কলিংবেল বাজাতেই আজান শুরু হয়ে গেলো। বর্তমানে অদ্ভুত সব টিউন সেট করে কলিংবেলে। কখনো কুকুর ডাকে আবার কখনো ব্রিটনি স্পেয়ারস গান গায়। ফুপ্পির বাসায় বেলহুজুর সময়ে অসময়ে আজান দেয়। হুজুরের আজান শেষ হওয়ার আগেই দড়জা খুললেন গুলশানারা ফুপ্পি। প্রায় ছয়মাস পরে তার সাথে দেখা। এ ক'দিনে ফুলে ইয়া মোটা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বিশাল কোন এক দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেকোন সময় আমাকে তুলে আছার মারবেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম,"কেমন আছো ফুপ্পি?"

"রিক তুই? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না!"

"চিমটি কাটবা?"

"আগে ভেতরে আয়, দুপুরে কিছু খেয়েছিস?"

"হুম ক্যাফেটেরিয়াতে সিঙ্গারা খেয়েছি, তোমার পুত্রধন কোথায়?"

"আছে ওর ঘরে, তুই বাবা যেয়ে দেখ তো দড়জা খুলে কি না। আর শোন আমি তোর জন্য জাপানি নুডলস করতেছি, না খেয়ে কোথাও যেতে পারবি না।"

©realsrv@yahoo.com

ফুপ্পির বাসায় আসা মানেই তার নতুন নতুন রেসিপি টেস্ট করা। জাপানি , ফ্রেঞ্চ, মেক্সিকান সব রকমের রেসিপি ট্রাই করান তিনি। ভাগ্যিস আজ সোমালিয়ান কোন খাবার রেসিপিতে নেই। অনেক আগে একবার ফুপ্পির মঙ্গোলিয়ান এক রেসিপি ট্রাই করে তিনদিন ICDDRB তে ভর্তি ছিলাম। তারপর থেকে তার বাসায় খাওয়ার ব্যাপারে এক্সট্রা সচেতনতার আশ্রয় নিতে হয়। ইমনের ঘরে নক করে কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়ে ওর মোবাইলে একটা মেসেজ দিলাম, Open your gate, a strange treasure waiting for you.

সাথে সাথে দড়জা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো ইমন। আমি বললাম ,

"কিরে খচ্চরের বাচ্চা কেমন আছিস?"

“ভাইয়া তুমি আসছ এতদিন পরে? ভেতরে আসো তোমার সাথে অনেক কথা আছে।“

“তোর বাপ কোথায়?”

“কে সোলাইমান ভাই? সে তো ব্যাবসার কাজে ঢাকার বাইরে গেছে।”

“তোর ভাই হলো কিভাবে? যাইহোক, ছ্যাকা খাইছিস?”

“তুমি তো সবই জানো ভাইয়া, রিনা যে আমার সাথে এমন করবে কখনো ভাবি নাই।“

“এর আগের পনেরটা প্রেমের বেলাতেও ভাবিসনি, তোর গাঁজার পোটলা কোথায় রাখছিস?”

“ভাইয়া পুরা মাথা নষ্ট, এইবার বর্ডার থেকে পুরা কলির মাল ম্যানেজ করছি, তুমি টানবা?”

“বানা দুইটা, তার আগে তোকে জাপানি নুডলস খেতে হবে। “

মনোযোগ দিয়ে গাঁজা তৈরিতে ব্যাস্ত ইমন। আগে থেকেই কেটে কুঁচি কুঁচি করে রেখেছে। গোল্ডলিফের তামাকের সাথে মিক্স করলে নাকি এক্সট্রা পিনিক হয়। সিগারেটের ছোখা খালি করে তার ভেতরে নিপুন ভঙ্গিতে গাঁজা ঢুকাচ্ছে সে। দুইদিন হয়ত ঘুমায়নি, হাত কাঁপছে। এরই মাঝে দড়জায় নক করে জাপানি নুডলস দিয়ে গেছে কাজের মেয়ে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। ইমন বললো , “ভাইয়া রেডি হয়ে গেছে, সাথে লিকুয়িড কিছু খাবা?”

“লিকুয়িড কি আছে?”

“বাবার এক বন্ধু জে ডি এনেছে বাইরে থেকে। একটা হাফ লিটার ইনটেক আছে।“

“আগে জাপানি নুডলস খেয়ে নে, তারপরে দুজনে ছাদে বসে খচ্চরের জিনিস খুলবো। “

বাচ্চাদের মত করে নুডলস খাচ্ছে ইমন। দেখতে মায়া লাগছে। দুইদিন এই ছেলে না খেয়ে পরে ছিল। খাওয়া শেষে সন্ধ্যায় ছাদে দুজনে লিকুয়িড আর তারপরে শুকনা টেনে ঝিম ধরে বসে রইলাম। ইমনের শেষ প্রেমের গল্পটা এমন, রিনাকে সে ভীষণ লাভ করতো, অবশ্য পূর্বের পনেরটি প্রেমের বেলাতেও একই কথা বলেছিল। ওর প্রেমের কাহিনী নিয়ে একটি মহাগল্প লেখা যাবে। কবিরা মহাকাব্য লিখে গেছেন, কিন্তু গল্পকারেরা মহাগল্প কেন লিখলেন না সেটাও একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন মানে এ বারনিং কোশ্চেন। যাইহোক, রিনা ওকে ধোঁকা দিয়ে ওরই এক ফ্রেন্ডের সাথে রিলেশনে গেছে। আজকাল রিলেশন ব্যাপারটা ছেলেখেলা হয়ে গেছে। ফার্স্ট হ্যান্ড গার্লফ্রেন্ড, সেকেন্ড হ্যান্ড গার্লফ্রেন্ড আরও কত কি। সেই শোক ভুলতে ইমন গাঁজা

@realsiv@yahoo.com

সেবন কে বিকল্প পদ্ধতি ভেবে নিয়েছে। একজন মানুষকে কো ন কথা বুঝাতে হলে তার পরিস্থিতিতে যেয়ে বুঝানো সবথেকে উত্তম। একজন সাহিত্যিক অন্য একজন সাহিত্যিককে বুঝতে পারে , তেমনি একজন মাতাল অন্য একজন মাতালের কথা মনে গেঁথে নেয়। ইমন কে বাস্তব কিছু কথা বুঝিয়ে দিলাম , এবার কিছুদিন ও লাইফ নিয়ে ভাববে, যদিও পরে আবার প্রেমের সন্ধানে কবুতর সার্চ শুরু করবে। ইমনকে আকাশের তারাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে আমি সোজা রাস্তায় নেমে রিকশা নিলাম। নইলে রাতে হয়ত ফুপ্পির উগান্ডা কিংবা কঙ্গোর রেসিপি টেস্ট করতে হবে।

রাতে এলকোহল খাওয়ার পরে রিকশায় চড়ার মজাই আলাদা। চোখ বন্ধ করে দুইহাত ছড়িয়ে বসে থাকলে মনে হয় এই পৃথিবী আমার রাজ্য। আমার রাজ্যের আমি রাজা আবার আমিই প্রজা। সারি সারি ল্যাম্পপোষ্ট একের পর এক পাশ কাটিয়ে যায়। নিয়ন আলোয় সমস্ত শহর নতুন সাজে সামনে আসে। রিকশার গতির সাথে বাতাসের গতি বাড়ে। সেই বাতাস শরীরে আদর ছুঁয়ে যায়। শীতল বাতাস শুরু হয়েছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রিকশার গতি এখন আরও বেড়েছে। প্রকৃতি চিৎকার করে ডাকছে তার বুকে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে।

©realsrv@yahoo.com

সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে ডাইনী নীনার ফোন পেয়ে। প্রতিদিন সকালে এই মেয়ে ফোন করে ঘুম ভাঙ্গায়। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিলে একের পর এক ফোন করে যাবে, আর মোবাইল অফ রাখলে মেসজ দিতে থাকে, পরে মোবাইল অন করলে একের পর এক মেসেজ আসতে থাকে, মাথা পুরা আউলা হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই ওর ফোন রিসিভ করতে হয়।

“হ্যালো!”

“মন, কেমন আছো তুমি?”

“ঢং করবি না একদম, কি জন্যে ফোন করছিস?”

“পরান পাখি আমার, তোমাকে কি আমি ফোন করতে পারি না। ঘুম কেমন হলো?”

“মন পরান এইসব কি? সুস্থভাবে কথা বলতে পারস না?”

“আহ, তুই কি আমাকে সুস্থ থাকতে দিয়েছিস? ভালো কথা শোন, যার জন্যে ফোন দিয়েছি সেইটা বলি। আজ আমার মন খুব খারাপ, তুই আমাকে নিয়ে একটু ঢাকার বাইরে যাবি। আমি প্লেস ঠিক করে রেখেছি , গাজীপুরে আমার মামার একটা বাগানবাড়ি আছে। সেখানে যাব। আমি গাড়ি নিয়ে তোদের বাসার সামনে আসছি।“

“তোর কথা শেষ হয়েছে?”

“নাহ, আমরা সেখানে লাঞ্চ করবো, আমি স্টার থেকে লাঞ্চ আনতে পাঠিয়েছি। আর রাতের খাবারে...”

“থাম, আমি যেতে পারছি না, আমার কাজ আছে।“

“কি কাজ শুনি? তোর জি এফ মিমির পাও ধরে বসে থাকবি? গাধার বাচ্চা কোথাকার। রেডি হয়ে নে, আমি আসছি।“

বুঝলাম মহা বিপদে পরেছি। এক্ষুনি নিজের ঘর বাড়ি ছেরে পালাতে হবে। অনেকদিন মামুনের মেসে যাওয়া হয় না। আজ সেখানেই দিনটা পার করতে হবে। ডাইনী নীনা গাজীপুরে যাবে এর পেছনে কোন কারন নিশ্চয়ই আছে। সূক্ষ্ম কোন কারন ছারা এই মেয়ে কিছু করে না। তারচেয়ে মামুনের সাথে আড্ডা দেয়া যাক। আজ ছুটির দিনে আড্ডার আসর বসানো যাবে। অন্যসব বন্ধুরাও চলে আসবে। রাতে সোহরাওয়ার্দিতে কবিতার আসর জমজমাট হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই খুব ভালো কবিতা লেখে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে কবিতা লিখি, ফিজিক্সের ছাত্র হলেও কবিতা লেখার অভ্যেস আছে ছোটবেলা থেকে। গত ঈদসংখ্যায় একটি কবিতা এসেছিল আমার, তাও সব কবির শেষে শেষ পাতায়, আরেকটু হলে ঈদসংখ্যা থেকেই বেরিয়ে যেত। আসরে এই কবিতাটি সবাইকে কিছুটা সময়ের জন্যে স্তব্ধ করিয়ে দেয় ,

এখনো তুমি ঘুমাও?

কতটা দিন গিয়াছে কাটিয়া

দেখিনি তোমায় যতন করিয়া,

আমাতে কিছু হইবে ভাবিয়া

মরিতে শত মিছে কাঁদিয়া।

আজিকে কেন এত ভরা চাঁদ

জোনাক জ্বলা আলো ছায়া রাত,

দখিনা বাতাসে বিষাদের সূর
বেলীর সুবাস ভাসে বহুদূর।

©realsrv@yahoo.com

রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে

পাশেই যখন হাতটি পড়ে,

জাগিয়া দেখি তুমি সেথা নাই

শুন্য এ'ঘর এই বিছানায়।

এখনো কি তুমি ঘুমাও?

মামুনের ওখানে আর যাওয়া হলো না। বাসা থেকে বেড়িয়ে চোখ ছানাবড়া। ডাইনী দাঁড়িয়ে আছে। বুক ধক ধক করছে। স্নায়ুচাপ বেড়েছে, মস্তিস্ক কোন কথা সাজাতে পারছে না। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলাম,"তুই এখানে?"

"হ্যাঁ মনপাখি, একঘণ্টা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানি আমার ফোন পেয়ে তুই পালাবি, তাই এখানে দাঁড়িয়ে তোকে ফোন করেছি। চল গাড়িতে উঠ।"

" আমি দূরে কোথাও যেতে পারবো না, আজ শরীর খারাপ, তাছারা কাজ আছে।"

"গাড়িতে উঠ গাধার বাচ্চা, আমি তোর শরীর ভালো করার ব্যাবস্থা করছি।"

ওর সাথে বৃথা তর্ক করার মানে হয় না। দেখা যাবে চিৎকার চেঁচামিচি করে রাস্তার কিছু মানুষ জরো করাবে। একজন রমণীর বিপদ ভেবে পাবলিক উৎসাহের সহিত এগিয়ে আসবে। দেখা যাবে কেউ কিছু না বুঝে আমাকে কিল ঘুষি লাথি শুরু করবে। তারপরে একমাস পিজিতে পা ঝুলিয়ে বেডে শুয়ে থাকতে হবে। তারচেয়ে এই ডাইনীর কথা মেনে নেয়াই ভালো। গম্ভীর হয়ে বসে আছে নীনা। মন খারাপের অভিনয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। মানুষের মন খারাপ হলে তার চোখ এবং তার আশেপাশে তার প্রতিফলন ঘটে। নীনার চোখ চকচক করছে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,"তোর কি মনে হয় মিমি তোকে সত্যিই ভালোবাসে?"

"বোকার মত প্রশ্ন করছিস কেন?"

"আমি বোকা নই তুই ভালো করেই জানিস, শোন তুই যেহেতু একটা গাধা তাই ফ্রেন্ড হিসেবে তোকে সাবধান করাটাই আমার দায়িত্ব। মিমি আসলে তোকে ভালোবাসে না। তোর মত স্মার্ট আর বোকা ছেলে

@realsrv@yahoo.com

সে আর একটিও পাবে না। তাই তোকে হাতে রেখেছে। যখন তোর থেকেও ভালো কাউকে পাবে তখন তোকে ছেরে যাবে, এতটুক নিশ্চিত থাক।“

“ছেরে গেলে যাবে, তখন তুই থাকবি, এত চিন্তার কি আছে?”

“তোর কি মনে হয়, ছ্যাকা খাওয়ার পরে আমি তোর সাথে রিলেশনে যাব? তুই যদি ছ্যাকা খাওয়ার আগে আসতে চাস তাহলে আমি রাজি আছি।“

“প্রেম করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে? যখন ছ্যাকা খাব তখন দেখা যাবে কি হয়। এখন বল আমরা কোথায় যাচ্ছি?

“ভয় করিস না, তোকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি না,আগের প্ল্যান বাদ, এখন শপিং করবো। তুই পছন্দ করে দিবি।“

আসলে নীনার কথাই হয়ত ঠিক। মিমিকে আমি কখনো বুঝতে পারি না। এই মেয়ে নিজেকে সবসময় একটা রহস্যের মাঝে রাখতে পছন্দ করে। সেই রহস্য ভেদ করার ইচ্ছে থাকলেও আমি কখনই পারি না। মিমি অনেকটা মেঘের মত, ইচ্ছে করলে ঝরবে, আবার ইচ্ছে করলে ভেসে বেড়াবে। ওর ঘরের দড়জায় খিল দেয়া, শুধু জানালায় জোছনার আলো পরে। আমাবস্যায় সেই আলোরও দেখা মেলে না। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনে জানালা বন্ধ করে সে, অথচ শৃগালের ডাকে আনন্দে নেচে উঠে।

©realsr/@yahoo.com

মিমিদের বাড়ি গুলশানে। গুলশান-১ এ লেকের পাশে প্রকান্ড একটি দো'তলা বাড়ি। মিমির দাদা এই বাড়িটি করেছিলেন আরও বিশ বছর আগে। পূর্ব দিকের বারান্দায় দাঁড়ালে লেকভিউ দেখা যায়। এই নিয়ে তৃতীয় বারের মত ওদের বাড়িতে আসতে হলো। বারান্দায় দুটো চেয়ার দেয়া আছে। মিমির বাবা শফিকুল ইসলাম ইক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যাবসা করছেন। মনে হয় ভদ্রলোক রাতে এই বারান্দায় বসেন। বারান্দার এক কোনে বেনসন এন্ড হেজেসের একটি প্যাকেট পরে আছে। ভদ্রলোকের সিগারেটের আসক্তি আছে বোঝা যাচ্ছে। যদি একদিন মিমির বাবাকে বলি,"শফিক সাহেব, নিন একটা সিগারেট ধরান" ভদ্রলোকের চেহারা কেমন দেখাবে? ভাবতেই নিজ খেয়ালে হেসে ফেললাম। মিমি পেছন থেকে চা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো,"হাসছো কেন?"

"নাহ এমনিতেই, তোমার বাবা সিগারেট টানেন?"

"না তো, কেন বলতো?"

"বারান্দায় একটি সিগারেটের প্যাকেট আছে, তাই বললাম।"

"মনে হয় হায়দার চাচা এসেছিলেন, বাবার বন্ধু"

"ওহ আচ্ছা, তোমার বাবার তো চলে আসার সময় হয়েছে, আমি এখন যাই"

"আগে চা খাও, আজ তোমাকে কেন ডেকেছি জানো?"

"ধারনা করতে পারছি, চান্স ফিফটি ফিফটি"

"বলো কেন ডেকেছি তোমাকে?"

"তোমার বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। কি ঠিক বললাম?"

"হুম তুমি বুদ্ধিমান, আচ্ছা এবার বলো তোমার সাথে পরিচয়ের পরে বাবা তোমাকে নিয়ে কেমন ধারনা পোষণ করবেন?"

"তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করবেন, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে শুনে তিনি তার ভুরু কুঁচকাবেন। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়ে তোমাকে বলবে,"মিমি, তুমি একটু আমার ঘরে এসো তো, জরুরী কথা আছে।"

©realsrv@yahoo.com

“তোমার সব ধারনা হয়ত সত্যি নয়, বাবা একজন চমৎকার মানুষ”

“তোমার বাবা চাইবেন তোমার স্বামী যেন ঘর জামাই থাকেন, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার কখনই পছন্দের না। সুতরাং তোমার বাবা তোমার হাত কখনই আমার হাতে দিবেন না। তুমি কি কাঁদছ মিমি ?”

“নাহ, তুমি অনেক ইনটেলিজেন্ট।“

মিমির বাবার সাথে দেখা হলো। ভদ্রলোকের ব্যাবহার সত্যিই দারুন। আতিথেয়তার ব্যাপারে জবাবহীন। তার চেহারা দেখে একটা জিনিস স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি দারুন বুদ্ধিমান একজন ব্যাক্তি। এই ধরনের লোকেরা আলাদা একটি মুখোশ ব্যাবহার করেন। অধিকাংশ মানুষই এই মুখোশ কে আসল রূপ ভেবে ধোঁকা খায়।

রাতে বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেলো। দড়জা খুলে আব্বু তার চিরচারিত হাসি দিয়ে বললেন ,”হ্যালো মাই লিটল ইয়াংম্যান, এভরিথিং ইজ ওকে?” বাবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললাম,”আব্বু আমি আর ছোট নেই, তুমি দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছ।“ আব্বু হাসতে হাসতে বললেন,”তাই হয়ত, যাও ফ্রেস হয়ে টেবিলে এসো, খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা দুজনে বারান্দায় আড্ডা দেব আজ।“ বাবা সবসময় এমন হাসিখুশি থাকেন। ছোট বেলা থেকে কখনো তাকে রাগ করতে কিংবা গোমরা মুখে দেখেছি কি না মনে পরে না। ব্যাবসার ব্যাপারে তিনি কখনো বাড়িতে এসে কথা বলেন না। বাবার বারান্দায় আড্ডা দেয়ার অর্থ হচ্ছে ফ্রি ভাবে আমার সম্পর্কে জানতে চাওয়া।

©realsrv@yahoo.com

খাওয়া শেষে বারান্দায় ঢুকে দেখলাম আব্বু একটা চেয়ারে বসে হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঐটা চাঁদ নয় যেন একটা রসগোল্লা, এক্ষুনি তিনি টপ করে গিলে ফেলবেন আর পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি আব্বুর পাশের চেয়ারে যেয়ে বসলাম। আমিও আব্বুর মত হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আব্বু হো হো করে হেসে ফেললেন। ছোট বেলা থেকেই এই কাজটা আমি করি, আব্বু যদি অন্যমনস্ক হয়ে কোনদিকে তাকিয়ে থাকেন তাহলে আমিও তার পাশে সেইরকম করে তাকিয়ে থাকি। একসময় দুজনই হেসে ফেলি। আব্বু আমার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,”তারপরে? তোমার তো ফাইনাল চলে এসেছে। ভার্সিটির শেষে কি করবে কিছু ভেবেছ?”

“হুম কিছুটা, বর্তমানে চাকরি বাকরি তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি তোমার ব্যাবসাটা দেখাশোনা করবো।“

“তুমি কি আমাকে খুশি করার জন্য একথা বলছো?”

“হ্যাঁ বাবা, তুমি ধরে ফেলেছ”

“তুমি যা খুশি করতে পারো, আমি তোমাকে কোন চাপ দেব না।“

“আমি নিজ থেকে কিছু শুরু করতে চাই, ভাবছি টেকনোলজি সাইটে কিছু করবো”

“আমিও তোমার মতই ছিলাম, বাবা দরিদ্র ছিলেন বলে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি। তারপরে এখন নিজ চেষ্টায় এই ব্যাবসা দাঁড় করিয়েছি। আমি ছোট একটি দোকান ভাড়া নিয়ে গাড়ির চাকা বিক্রি শুরু করেছি। সেখান থেকে আজ ঢাকা শহরে তিনটা শো রুমের মালিক। মধ্যবিত্ত হলেও আমি তোমাকে সব কিছু দিয়েছি যেসব আমি ডিজারভ করতাম তোমার বয়সে থাকতে। তুমি নিজে কিছু করতে চাইলে সেই পথ খোলা আছে, আর যেকোন হেল্প এর ব্যাপারে আমি আছি তোমার সাথে।“

“আমি জানি আব্বু, তোমার কি মনে পরে তুমি কখনো কোন ব্যাপারে আমাকে “না” শব্দটা বলেছ?”

আবারো দুজনে শব্দ করে হেসে ফেললাম। আমার আম্মাজান ঘাসফড়িং এর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দড়জার পেছন থেকে আমাদের কথা শুনছিলেন। বিরক্তি নিয়ে বারান্দায় ঢুকলেন যেন জরুরী কিছু খুঁজছিলেন। তারপরে আবার বেরিয়ে যেতে চললেন। আমি বললাম , “আম্মা এসো আজ তিনজনে বসে জোছনা দেখি, আব্বু আজ হা করে আর একটু হলে চাঁদটা খেয়ে ফেলতেন। আমাদের আর জ্যোৎস্না দেখা হতো না ” আম্মা এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি হাসি মুখে এসে পাশে বসলেন। আজ রাতটা আমরা জোছনা দেখব, শব্দহীন জোছনা।

©realsiv@yahoo.com

দুই বছরে এই প্রথম নীনার ফোন কিংবা মেসেজ না পেয়েই ঘুম ভাঙলো। ব্যা পারটা আসলেই অদ্ভুত। যত কিছুই হোক ও আমাকে ফোন করবেই। ভাবলাম ভার্সিটিতে যেয়ে ওকে ব্যাপারটা বলবো। নীনা আজ ভার্সিটিতে আসেনি। সন্ধ্যায় আনন্দের বাসায় গিয়েছিলাম। আনন্দ আমার সবথেকে ভালো বন্ধু, দুই বছর আগে রোড একসিডেন্টে মারা গেছে। মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে যাওয়া হয় সেজন্যই। ওর মা রাধাদেবী আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর টপটপ করে চোখের জল ফেলেন। আনন্দের বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নিজের ছেলেকে ভেবে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। এই বাড়িতে আসলে আমাদের তিনজনের চোখের জলে বাতাসের আদ্রতা বেড়ে যায়। আশেপাশে মেঘ থাকলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতে পারতো ।

রিকশায় উঠে মোবাইল বের করে ফোন দিলাম নীনাকে। আজকের ব্যাপারটা নিয়ে আমার মাঝে বেশ কৌতহল জন্মেছে। প্রথম বার রিং হয়েছে কিন্তু কেউ ফোন ধরেনি। দ্বিতীয়বার একটি ছোট মেয়ে ফোন ধরলো। আমি জানি নীনা ইচ্ছে করেই ওর ভাগনী আফরিন কে দিয়ে লাউডস্পিকারে ফোন ধরিয়েছে, ও আশেপাশে কোথাও বসে আছে। আমি বললাম,"আফরিন নীনা কি তোমার পাশেই আছে?" আফরিন চুপ করে থেকে বললো,"আসলে আমি মিথ্যে বলতে পারি না, কিন্তু এখন একটা মিথ্যে কথা বলবো, নীনা আন্টি বাসায় নেই।"

"আচ্ছা তাহলে আমি ফোন রেখে দেই"

"ফোন রাখবি কেন গাধা? কেন ফোন করেছিস?" নীনা ফোন ধরেছে।

"নাহ, আজ সারাদিনে তুই ফোন করিসনি, তাই ভাবলাম শরীর খারাপ হয়ত।"

"নাহ সব ঠিক আছে, শোন আমি ঠিক করেছি তোকে আর কখনো ফোন করবো না। আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আগামী মাসে ছেলে বাইরে থেকে এসে এঙ্গেজ করবে। এখন পর পুরুষের সাথে কথা বলা আমার মানায় না, তুই বুঝতে পারছিস গাধা? তাই আমি ঠিক করেছি আর কোন দিন তোকে ফোন করবো না।"

"হুম বুঝতে পারছি, অন্তত তোর জ্বালা থেকে বাঁচলাম। তুই কি আর ক্লাস করবি না?"

"বুঝতে পারছি না, আমার হাজবেন্ড যদি পারমিশন দেয় তাহলে ফাইনাল দেব, নইলে দেব না। তুই এত দুশ্চিন্তা করছিস কেন? আমার প্রতি কি দুর্বল হয়েছিস? শোন এখন আর টাইম নেই। তুই দুর্বল হলেও আর লাভ নেই, আমার বাবাকে তো চিনিস। সে যখন বলেছে তো সেটাই করবে, সুতরাং তোর আর চান্স নেই।"

"খুব ভালো ইনফরমেশন দিলি, আমাকে উদ্ধার করলি। এখন রাখলাম।"

"আরে শোন, ছেলে কি করেছে জানিস? আমার জন্য অলরেডি একটা ডায়মন্ড রিং পাঠিয়েছে। তুই দেখলে পাগোল হয়ে যাবি। আর একটা টেডি বেয়ার পাঠিয়েছে, আচ্ছা আমি কি বাচ্চা? আর শোন....."

ফোন কেটে দিলাম। সারা রাতেও ওর বকবকানি শেষ হবে না। মেয়েরা নাটকীয়তা খুব ভালো জানে। দেখা যাবে কাল সকালেই আবার ফোন করে বকবকানি শুরু করে দেবে। যেখানে বড় বড় মনিষীরা নারীর মন বুঝতে পারেনি সেখানে আমি কিভাবে বুঝব?

@realsrv@yahoo.com

নীনা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ওর এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে। আমাকে ফোন করে এটেন্ড করতে বলেছিল। ইচ্ছে করছিল না তাই আর যাওয়া হয়নি। কিছুদিন পরে ভার্সিটিতে এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। বিয়ের কার্ড হাতে দিয়ে ছল ছল চোখে বলেছিল,"তুই আসবি কিন্তু।" আমি শুধুই হেসেছিলাম। শেষটায় চোখের জল আর রাখতে পারেনি। কাঁদতে কাঁদতে বললো,"নিজের খেয়াল রাখবি"

"হুম"

"ঠিক ভাবে থাকবি"

"হুম"

"হুম হুম করছিস কেন গাধার বাচ্চা? এখন তো আর আমি থাকবো না। তোকে কে দেখে রাখবে? নিজে যেটা ভালো বুঝিস সেটা করবি না, একটু ভেবে কাজ করবি। আর শোন, আমি তোকে আর কখনো ফোন করবো না। যেদিন আমার প্রথম সন্তান হবে সেদিন তোকে ফোন করবো। সেদিন কিন্তু তোকে আসতে হবে। আর শোন আমার ছেলে হলে তোর নামে নাম রাখব 'রিক', আর মেয়ে হলে 'মিমি', আর তোর মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দেব"

"অসম্ভব, তাহলে আমার মেয়ের প্রবলেম হবে, বাবার নাম আর জামাইয়ের নাম এক হয়ে যাবে।"

"চুপ কর গাধা, এমন ইমোশনাল মুহূর্তে তুই আমাকে হাসাতে চেষ্টা করছিস?"

"হুম"

"চল আমার হবু বরের সাথে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই"

নীনার হবু বর ইশতিয়াক আহমেদ ভীষণ স্মার্ট। নীনার সাথে দারুন ম্যাচ করেছে। ইংল্যান্ডের হাডারসফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করে এখন দেশে বাবার ব্যাবসা দেখছেন। চমৎকার মিশুক একজন মানুষ। যাওয়ার সময় নীনার হবু বরকে বললাম,"আমার এই বন্ধুটা একদম পাগলী, কিন্তু ও দারুন ভালোবাসতে জানে। আমার প্রিয় এই বন্ধুটিকে কখনো কষ্ট দিবেন না প্লিজ। উইশ ইউ বোথ এ হ্যাপি লাইফ।"

©realsrv@yahoo.com

নীনা হয়ত আর যন্ত্রনা করবে না। আমাকে আর বিরক্ত করবে না। আবার এমনো হতে পারে ফোন করে বলবে,"শোন গাধার বাচ্চা, আমার ছেলে তোকে দেখতে চাচ্ছে, এক্ষুনি চলে আয়। ওকে নিয়ে ইডেন কিংবা ভিকারুন্নিসার সামনে থেকে ঘুরে আয়। আমার ছেলে আবার মেয়েদের দেখলে লজ্জায় ঠান্ডা হয়ে যায়, একদম তোর মত স্বভাব।"

বাবার একটা মাইনর এট্যাক হয়েছে। অধিকাংশ সময় বাসায় রেস্টে থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বলে তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে কেন? আমি শুধুই হাসি, বাবাও হাসে আমার সাথে। কিছুক্ষন আব্বুকে ধরে শুয়ে থাকি। আব্বুর গায়ের গন্ধটা ছোটবেলা থেকেই বিমোহিত করে। হয়ত কিছুদিন পরে এই গন্ধটা হারিয়ে যাবে। তাই যতটুক পারি আব্বুর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি।

মিমির বাবা মিমির বিয়ে ঠিক করেছেন তার সেই হায়দার চাচার ছেলের সাথে। বাবার কথার বাইরে যাওয়া তার জন্যে কখনই সম্ভব নয়। মিমি তার বাবার কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করেছে সেটাও আমি জানি। কিন্তু ভদ্রলোক হয়ত আমাকে পছন্দ করেননি।

©realsiv@yahoo.com

মিমি এসেছে শেষ বারের মত আমার সাথে দেখা করতে। দু'চোখের নীচে কালো দাগ পরেছে। হয়ত নির্ঘুম সারারাত জেগে থাকে। ওর চোখ ফুলে আছে। হয়ত অনেক কেঁদেছে। আমি সামনে ঝুঁকে বললাম মিমি কবিতা শুনবে? মিমি অবুঝ শিশুর মত মাথা নেড়ে সায় দিল, আমি শুরু করলাম জীবনানন্দের "তুমি কেন বহুদূরে"

"তুমি কেন বহু দূরে_ঢের দূরে_আরও দূরে, নক্ষত্রের অস্পস্ট আকাশ

তুমি কেন কোনদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলো নাকো একটিও কথা

আমরা মিনার গড়ি_ভেঙ্গে পড়ে দুদিনেই_স্বপনের ডানা ছিড়ে ব্যাথা

রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে_ক্ষুধা হয়ে ব্যাথা দেয়_নীল নাভিশ্বাস;

মিমি মাছের মত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কবিতা শুনছিল। আমি বললাম,"মিমি রাত হয়েছে, বাসায় যাবে না?"

"আর কিছুক্ষন তোমার পাশে বসে থাকবো"

"বৃষ্টি নামবে মিমি"

"আমি কি তোমাকে কিছুক্ষন জড়িয়ে ধরে রাখবো?"

"আজ আকাশেরও মন ভালো নেই"

মিমি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ওর চোখের কাজল মাখা জলে দাগ ফেলে যাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝুম বৃষ্টি। আজ মেঘও কেঁদে যাবে অবিরত। পথিকেরা শুষ্ক ছায়ার খোঁজে ছুটে যাচ্ছে। গাছেরা শির উঁচু করে বৃষ্টিবিলাসে মত্ত। বৃষ্টিতে ভিজছে ছোট একটি মেয়ে। পৃথিবীর বিষাদ তাকে ক্লিষ্ট করেনা। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ডালের উপরে সারি হয়ে বসে আছে কাকের দল। মিমি এখনো কাঁদছে।

©realsrv@yahoo.com

****